দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ · 2 6 MAY 2016
পৃষ্ঠা … কলাম …

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সতর্কবার্তা

মাদকের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন যে আমাদের পরিবারে ও সমাজে কী অবিশ্বাস্য এক পরিস্থিতি তৈরি করিয়াছে—তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বোঝা মুশকিল। শুধু যে আমাদের ঐতিহ্যগত সমীহ জাগানিয়া পারিবারিক বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাই নহে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও তাহা ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে। দুইদিন আগেও মাদকের টাকার জন্য সন্তানের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হইয়াছেন একজন মা। আমাদের সমাজে অনেকটা অভাবনীয় হইলেও স্বামীর হাতে স্ত্রী, পিতার হাতে পুত্র কিংবা সন্তানের হাতে বাবা-মা খুন হওয়া এখন অনেকটা নৈমিত্তিক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, এই ধরনের গুরুতর বহু অপরাধের মূলে রহিয়াছে মাদকাসক্তি। আর ইহা যে কেবল পরিবারের গণ্ডিতেই সীমিত থাকিতেছে না—তাহার আলামতও দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাতগুলিতে ছিন্নমূল শিশু-কিশোরদের দলবদ্ধভাবে মাদক সেবনের দৃশ্য আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে বহু আগেই। দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্বেগজনক হারে মাদকের অনুপ্রবেশের বিষয়টিও নূতন নহে। ইহাও সুবিদিত যে, মাদক সেবন শুধু নহে, বিপণনের সহিতও জড়াইয়া পড়িয়াছে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের আগুনে নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ। গত বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে' অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ জানাইয়াছেন যে, মাদকের আগ্রাসন উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলিতেও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মানিকগঞ্জের একটি সরকারি বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া তিনজন মাদকাসক্ত শনাক্ত হইয়াছে। অপরাপর বিদ্যালয়গুলির চিত্রও যে ভিন্ন নহে দেশের নানা প্রান্ত হইতে আগত প্রধান শিক্ষকগণ তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন।

পতঙ্গ যেমন পরিণাম না ভাবিয়া আগুনের দিকে ধাবিত হয়, শিশু-কিশোরদের অবস্থাও অনেকটা তাই। হাতের কাছে মাদক পাওয়া গেলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার ফাঁদে জড়াইয়া পড়াটা মোটেও অস্বাভাবিক নহে। টেকনাফ হইতে তেঁতুলিয়া অবধি বিস্তৃত সীমান্ত পার হইয়া স্রোতের মতো যে নানাবিধ মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে—তাহা সকলেরই জানা। নানা হাত ঘুরিয়া সেই মাদক কীভাবে দেশের আনাচেকানাচে ছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অজানা নহে। রাজনীতি ও প্রশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছাড়া এই নিষিদ্ধ বাণিজ্য যে সম্ভব নহে—তাহা বিশ্বস্বীকৃত। আমাদের বাস্তবতাও যে অভিন্ন—তাহার প্রমাণ প্রতিনিয়তই পাওয়া যাইতেছে। আমরা জানি, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ নহে। উন্নত দেশগুলিকেও হিমশিম খাইতে হইতেছে এই লড়াইয়ে। তাহা সত্ত্বেও আমরা নীতিনির্ধারক মহলকে এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ কঠোরতা অবলম্বন করিতে বলিব। পাশাপাশি গড়িয়া তুলিতে হইবে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধও। ইহার জন্য মাদকবিরোধী সর্বাত্মক সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই।